

গণশিক্ষা অভিযানের সাফল্যের

উপর সরকারী মঞ্জুরি

নিভর করবে : জিয়া

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গণশিক্ষার কর্মসূচীকে পুরোপুরি সফল করে তোলার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত করার অভিযান আরো জোরদার করার জন্য সরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংস্থার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় বসে উদ্বোধন বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের এক সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে পুনর্জাগরণ আনয়নের জন্য তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, জনগণকে বোঝাতে হবে যে, জাতি নিরক্ষর থাকলে আমাদের সব উন্নয়ন প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিজ নিজ এলাকায় এই অভিযানকে আরো ব্যাপক আকারে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিরক্ষর লোকদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে (শেষ পৃষ্ঠার ৪-এর কঃ ৪ঃ)

জিয়া

(১ম পাতার পর)

কতটুকু সাফল্য অর্জন করে এখন থেকে তার উপরই তাদেরকে সরকারের সব মঞ্জুরি দেয়া নিভর করবে। রাষ্ট্রপতি আগাম মওসুমে চলিশ লাখ টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল শক্তি নিয়োগের জন্যও সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনগণ হাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে তিনি সেই উদ্দেশ্যে তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

বৈঠকে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে শান্তি রক্ষায় তাদের তৎপরতা জোরদার করতে বলা হয়েছে। কেননা শান্তিই হচ্ছে সব উন্নয়ন তৎপরতার পূর্বশর্ত।

দেশের সর্বত্র বিভিন্ন আদালতে মামলা জমে যাওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারাধীন সব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম সমূহকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ কতক জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়নের প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সরকারের পাওনা আদায়ের গুরুত্ব সূচনায় করার ব্যাপারে আরো দৃষ্টি দেয়ার আহবান জানান। খবর রেডিও বাংলাদেশের।